



লেকচার ৯ : গোপতে ও
প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে তবীজি
(সাঃ) ।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - ডামি

লেখকচর ৯ : গোপতে ও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে তবীজি (সাঃ) ।

ইসলাম-প্রচারে মুহাম্মদ (সাঃ) -

হেরা গুহায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছুদিন এভাবেই কেটে যায়। অনেকদিন পর আবার ওহী অবতীর্ণ হয় নবীজীর উপর। এখানে কতদিন ওহী বন্ধ ছিল, এটা নিয়ে মতানৈক্য আছে। তবে, বিশুদ্ধ মত হলো - ৬ মাস। এ সময়ে নবীজি কিছুটা ভীত এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আল্লাহ তাআলা এক বড় দায়িত্ব দিয়ে হয়তো কোন ত্রুটির কারণে আর ওহী প্রেরণ করছেন না। এখানে নবীজি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে একবার পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল বলে একটা মত পাওয়া যায়। যদিও বিষয়টা সত্য না। কেউ কেউ এটাকে নবীজি স্বেচ্ছায় এমন করেছেন বলেও দাবি করেন। কিন্তু আদতে বর্ণনাটি হাদিসও নয় এবং সত্যাসত্য নিয়েও স্কলারদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যাই হোক, এরপর একদিন আবার জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসেন ওহী নিয়ে। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন —

“১. হে বন্ধ-আবৃত (ব্যক্তি)। ২. ওঠো, সতর্ক করো। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। ৪. তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। ৬. (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে। ৭. তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য ধরো।”^১

সূরা মুদাসসিরের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার কাজ শুরু করলেন। নবীজী যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুস্পষ্ট আদেশ পেলেন, তখন মক্কার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। মক্কার কুরাইশদের কাছে মূর্তি ও প্রতিমার পূজা ব্যতীত কোনো দ্বীন ছিলো না। তাদের সঠিক কোনো ইবাদত কিংবা হজও ছিলো না। অথচ, কা'বা চত্বর ঘিরেই আবর্তিত ছিল কুরাইশ বা মক্কার সবকিছু। তবে তারা হজ করতো উলঙ্গ হয়ে, যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে দেখেছে। আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব ব্যতীত তাদের কোনো সৎ চরিত্র ছিলো না। তাদের কোনো সমস্যাও তলোয়ার ব্যতীত সমাধান হতো না।

^১ আল-মুদাসসির: ১-৭

এমন শোচনীয় সমাজব্যবস্থা নিয়েও মক্কা ছিলো আরবদের ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রস্থল। কারণ, মক্কাবাসীরাই ছিল আল্লাহর ঘর 'কাবা'র তত্ত্বাবধায়ক। এজন্য অন্য জায়গার তুলনায় মক্কায়ে সংস্কারমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যাপারটি ছিলো অনেক বেশি কষ্টকর। তদুপরি প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায়ে প্রচার ও তাবলিগের কাজ গোপনে করার প্রয়োজন ছিলো, যেন মক্কাবাসীর সামনে আকস্মিক বিপ্লব কিংবা এর ফলে উত্তেজনামূলক কোনো অবস্থার সৃষ্টি না হয়।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলেন, সর্বপ্রথম তিনি তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ওই সকল লোককে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাঁদের মুখমণ্ডলে কল্যাণ এবং সত্য-প্রীতির আভাস ছিলো সুস্পষ্ট। তাছাড়া যাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা, সত্যবাদিতা এবং আমানতদারিতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এবং যারা তাঁর অত্যন্ত অনুরক্ত এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, প্রথম আহ্বানে সাড়া দিয়েই তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং শুরুর দিকে মুসলিম হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। তাদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তাঁর স্বাধীন ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারিসা, নবীজীর চাচাতো ভাই আলি বিন আবু তালিব এবং নবীজীর চিরবন্ধু আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)।

এক বর্ণনামতে, প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের গুণে গুণান্বিতদের সংখ্যা পুরুষ-মহিলা মিলে ৩৩০ জন। তবে এটা অকাট্যভাবে জানা যায়নি যে, তারা সকলেই প্রকাশ্যে দাওয়াত চালু হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নাকি ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে চালু হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন।^২

প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার -

গোপনে চলতে থাকা প্রচারের ফলে যখন পরস্পর সহযোগি হিসেবে মুমিনদের একটি ক্ষুদ্র দল হলো, এবং ইসলামের অবস্থা কিছুটা পোক্ত হওয়ার ফলে আগত নির্যাতন সহ্য করার মতো হিম্মত মুমিনদের অর্জিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

^২ আস সিরাতুন নাবাবিয়া, পৃষ্ঠা:১১৯-১২০

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ও কাফেরদের বাতিল ধর্মকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করতে আদিষ্ট হলেন।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার এ বাণী অবতীর্ণ হয় :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

অর্থ: আর তুমি সতর্ক করো তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।³

প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ পালনার্থে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হাশিম গোত্রকে একটি ঘরোয়া বৈঠকে একত্রিত করেন। বৈঠকে উপস্থিত লোকদের সংখ্যা ছিলো পঁয়তাল্লিশ জন। নবীজী যে গোপনে কিছু করছেন, সমাজের আচরিত বিষয়ের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু প্রচারণা করছেন, এ ব্যাপারে বৈঠকের সকলে অনবগত ছিলেন, ব্যাপারটা এমন ছিল না; তাই বৈঠকের শুরুতেই আবু লাহাব আকস্মিকভাবে বলে উঠলো, ‘দ্যাখো, এরা সকলেই তোমার নিকটাত্মীয়—চাচা, চাচাতো ভাই। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সঙ্গে ভালোভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে, তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সঙ্গে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার গোত্রই যথেষ্ট নয়। তুমি যদি তোমার ধ্যান-ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাকো, তবে এটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক যে, সমগ্র কুরাইশ-গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং অন্যান্য আরব-গোত্রও একই কাজ করবে...।’

আবু লাহাবের এ জাতীয় কথার প্রেক্ষিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ওই নীরবতার মধ্য দিয়েই বৈঠক শেষ হয়ে গেলো।

বৈঠক এভাবে ভেঙে গেলেও নবীজী বিচলিত হলেন না। তিনি আবার তাঁর গোত্রের লোকদের একত্রিত করলেন। এবার তিনি পৌঁছে দিতে পারলেন তাঁর উদ্দিষ্ট বার্তাটি। হৃদয়ের ব্যাথা নিয়ে বললেন, ‘কোনো জাতির রূপকার তার জাতির সাথে ছলনা করে না, নেয় না মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয়। আপনারা শুনুন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই আর আমি সেই

³ আশ-শুআরা ২৬: ২১৪

আল্লাহর রাসূল। যেভাবে আপনারা ঘুমিয়ে যান, সেভাবে একদিন মৃত্যুর ঘুম এসে যাবে। আবার যেভাবে জেগে ওঠেন, সেভাবে মৃত্যুর পরেও আবার জেগে উঠতে হবে। তখন আপনাদের নিজ নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। এবং পরিণামে কেউ হবে জান্নাতি, কেউ হবে জাহান্নামি।’

এ সভায় আবু লাহাব কিছু বলার আগেই আবু তালিব জানালেন, মুহাম্মদের ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আর কাউকে না পেলেও আবু তালিবকে তিনি তাঁর পাশে পাবেন। এতে আবু লাহাব খুব ক্ষেপে ওঠে। তার তোয়াক্কা না করে আবু তালিব জোর দিয়ে জানান, আমার জীবন থাকতে আমি মুহাম্মদের কল্যাণই করে যাবো। ফলে আবু লাহাব প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সভাস্থল ত্যাগ করে।

আবু তালিবের জোরালো সমর্থন পেয়ে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রকাশ্য দাওয়াতের পরিধি বাড়িয়ে নেওয়ার মনস্থ করেন। একদিন তিনি মক্কার সাফা পাহাড়ে গিয়ে মক্কার গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকেন। সেকালে কোনো বিশেষ বিষয়ের দিকে মানুষকে মনোযোগী করার এ-ই ছিলো নিয়ম। সকলে জড়ো হলে তিনি দরদ নিয়ে বলেন— হে মক্কার অধিবাসীগণ, ‘আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের পেছনে আছে ভয়ঙ্কর শত্রুবাহিনী, অচিরেই তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। তোমরা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে?’ সমবেত কণ্ঠ জানায়, ‘আমরা তো তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি; নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো।’

এরপর তিনি আরও ব্যথা নিয়ে বললেন, তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে এর থেকেও ভয়ঙ্কর বিপদ। আমি সে বিপদের খবর পেয়ে তোমাদের সাবধান করতে এসেছি...।’ এরপর তিনি একে একে বলে যেতে থাকেন সমাজের নানা অসঙ্গতি নিয়ে, এর থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে। কীভাবে মানুষ নিজেকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে মূর্তির পূজা বাদ দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে একটি সুন্দর অবকাঠামোয় দাঁড় করাতে পারে; বললেন সেসব। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথাও বললেন। অন্তহীন সেই জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ শোনান। এবং গোত্রের নাম ধরে ধরে জান্নাতের সুখী জীবনের দিকে ধাবিত হতে আর জাহান্নামের শাস্তির জীবন থেকে ফিরে আসতে সাদর আহ্বান জানান। তার কণ্ঠের মাদকতা সবাইকে জড়িয়ে নেয়। তাঁর কথায় ছড়ানো ব্যাথায় আর্দ্র হয়ে ওঠে শ্রোতাদের মন। কিন্তু আবু লাহাব জরিপ করে যাচ্ছিলো সভার অবস্থা। সে আচমকা বলে উঠলো, ‘তোমার ধ্বংস হোক; এসব বলতেই আমাদের এক করেছে?’ তার এই প্রতিক্রিয়ায় অনেকক্ষণ ধরে বুনতে থাকা একটি তসবিদানা যেমন হঠাৎ ছিঁড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, তেমনি নবিজির

কথার সম্মোহনে জড়ো হওয়া লোকেরাও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। নবীজীর নিন্দামন্দ বলতে বলতে সভা ত্যাগ করে সবাই।

তবে এই প্রকাশ্য দাওয়াতের ভেতর দিয়ে নবীজী দ্বীন প্রচারের জন্য যেমন সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছিলেন, ঠিক তেমনি করে আবু লাহাবের বাধাপ্রদানের ভেতর দিয়ে এই দ্বীনের পথ যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হবে, সেটাও সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল।⁴

শিক্ষণীয় বিষয় -

আজকের দরসের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে –

- দাওয়াহর নীতি। অর্থাৎ, অবস্থাভেদে যে দাওয়াহর বিভিন্ন রূপ হবে- এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
- আত্মীয়-স্বজন ও কাছের মানুষের কাছে হকের দাওয়াত আগে পৌঁছানো। কারণ, এটা একইসাথে তাদের হক এবং দাঈর দাওয়াহ সঠিক প্রমাণের জন্য সহায়ক।
- প্রত্যেক দাঈর উচিত তার অনুসারীদের নিয়ে নিয়ে কিছু সময় আলোচনা অব্যাহত রাখা। গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে। কঠিনতম পরিবেশে দারুল আরকামে নবীজির গোপন বৈঠকগুলো এ বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে।

⁴ সিরাতে খাতামুল আশিয়া, পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৭, আস সিরাতুন নাবাবিয়া, পৃষ্ঠা: ১২১-১২২